পাক্ষিক

إن الدين عند الله الإسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেস্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

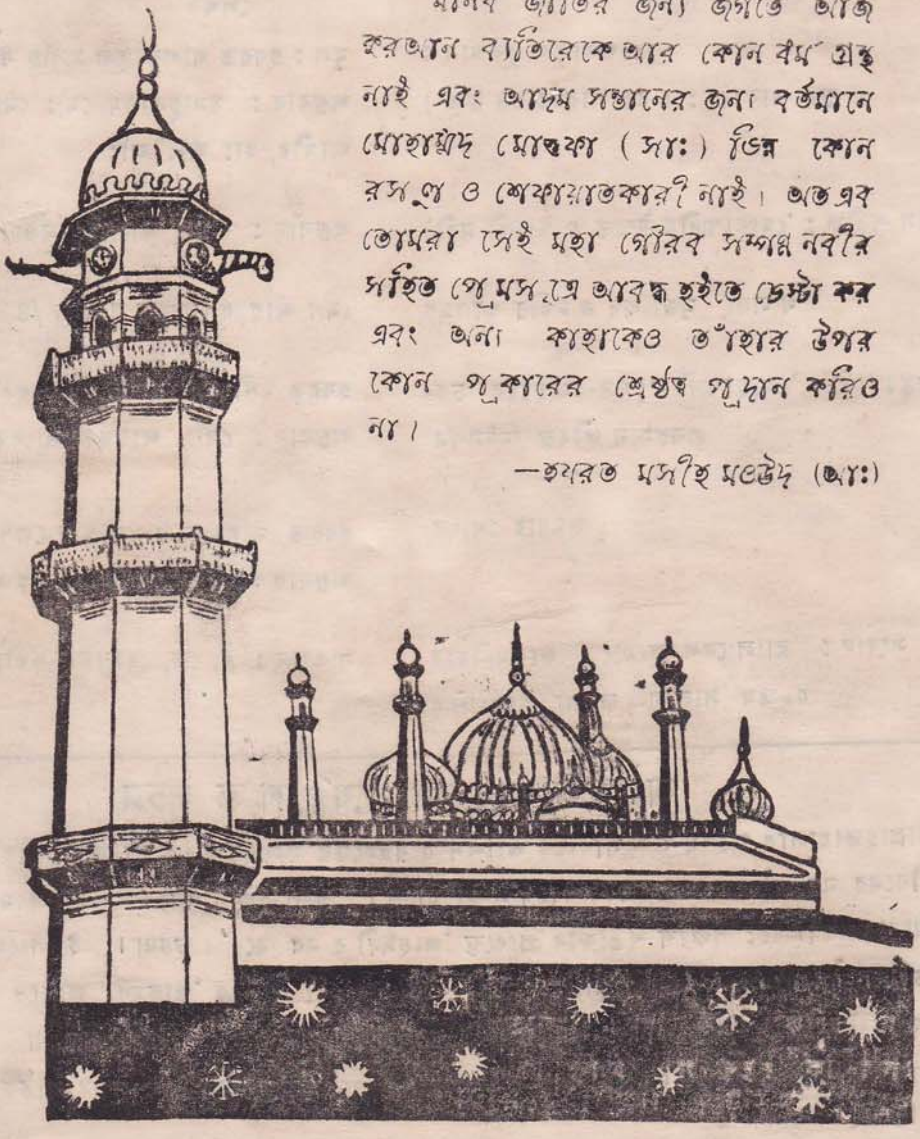

সম্পাদক:— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১ লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮১ ইং : ১০ই রজব, ১৪০১ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২; পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই মে ১৯৮১ ইং

৩৫শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তরজমাতুল কুরআন : সূরা বাকারা : (৩য় পারা : ৩৪ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) / অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
হাদীস শরীফ : 'মোহাম্মদীয় উম্মত ও উম্মতী নবী'	অনুবাদ : এম, আলী আনওয়ার /	৩
খলিফা, মুজাদ্দিদ ও নবীর আগমণ	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ /	৪
অমৃতবাণী : 'মোহাম্মদী নবুওত-মোহরের চির-প্রবহমান জীবন্ত নিদনর্শন'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) / অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৬
জুমআর খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) / অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৯
সংবাদ : বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসা উদযাপিত	সংকলন : এ, কে, রেজাউল করীম /	১৩

'আহমদী'-এর নব বর্ষের শুভ সূচনা

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ও অসাধারণ আশিস ও রহমতের ফলশ্রুতিতেই পাক্ষিক 'আহমদী' উহার জীবনের নব পর্যায়ে ৩৫শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহ। ইসলামের বিজয়ের মোবারক ছদী হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'আহমদী'র নব বর্ষের সূচনা। ইসলামের বিজয়ের ভিত রচনাকারী হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধাংশব্যাপী পাক্ষিক 'আহমদী' জামাত আহমদীয়া কর্তৃক ইসলামের নবীরবিহীন সুদূরপ্রসারী ভরপুর খেদমতের কৃতীত্বে উল্লেখযোগ্য অংশীদার। আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে তার জন্য জানাই অশেষ শুকরিয়া এবং সুহৃদ পাঠক-পাঠিকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আর ইহার সহিত বিশেষভাবে তাহাদের সকলের দৃষ্টি আহমদী-এর প্রতি তাহাদের অধিকতর যথোপযুক্ত সহযোগিতার হাত বাড়াইবার বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। বর্তমানে সব জিনিসেরই মূল্যের ঊর্ধগতি কাহারও অজানা নয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই কর্তব্য 'আহমদী'র চাঁদা রীতিমত পরিশোধ করা এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়া ইহার সাহায্য করা। আল্লাহ্‌-তায়ালা আমাদের সকলকে ইসলামের বিজয়কে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে যথোপযোগ্য অবদান রাখার শক্তি ও সামর্থ্য দিন। আমীন।

—সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা

১লা জৈষ্ঠ, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই মে ১৯৮১ ইং : ৩০শে হিজরত, ১৩৬০ হিঃ শামসী

সুরা বাকারা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ২৮৭ আয়াত ও ৪০ রুকু আছে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৭)

৩৪শ রুকু

তৃতীয় পারা

২৫৪। এই সকল (পূর্বোল্লেখিত) রসুল তাহারা, যাহাদের মধ্যে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি ; তাহাদের মধ্যে কতক এমন আছে, যাহাদের সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কতকের মর্যাদা উন্নত করিয়াছেন ; এবং আমরা ইসা ইবনে মরিয়মকে স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ দিয়াছিলাম এবং রুহুল কোদোসের মাধ্যমে তাহাকে শক্তি দান করিয়াছিলাম ; এবং যদি আল্লাহ্ চাহিতেন (তাহা হইলে) যাহারা তাহাদের পরে আসিয়াছিল তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ সমাগত হওয়ার পর পরস্পর ঝগড়া (-বিবাদ) করিত না কিন্তু (আশ্চর্য যে) তাহারা (ইহা সত্বেও) মতভেদ করিয়াছিল ; ফলে তাহাদের মধ্যে কতক ঈমান আনিল এবং কতক অস্বীকার করিল, এবং আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া (-বিবাদ) করিত না কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করেন।

২৫৫। হে মোমেনগণ! আমরা তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহ্‌র পথে যাহা কিছু পার) ব্যয় কর ঐ দিন আসিবার পূর্বে যাহাতে (কোন প্রকার ক্রয়-) বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ (ফলদায়ক) হইবে না, এবং এই হুকুমকে যাহারা অমান্য করে তাহারা নিজেদের উপর যুলুম করে।

২৫৬। আল্লাহ্‌ সেই (সত্তা) যিনি ব্যতিরেকে আর কোন মা'বুদ নাই, চিরজীবন্ত ও (সকলের) জীবনদাতা, স্বীয় সত্তায় চিরস্থায়ী ও (সকলের) স্থিতিদাতা; তাঁহার তন্দ্রা আসে না এবং (তাঁহার) নিদ্রার (প্রয়োজন) নাই; আকাশ সমূহে যাহা কিছু আছে (সব) তাঁহারই; কে আছে যে তাঁহার বিনা অনুমতিতে তাঁহার সমীপে সুপারিশ করিতে পারে, তাঁহাদের সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে (সকলই) তিনি জানেন; এবং তাহারা তাঁহার মর্জি ব্যতিরেকে তাঁহার জ্ঞানের কোন অংশকেই আয়ত্বে আনিতে পারে না; এবং তাঁহার জ্ঞান আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, এবং তিনি পরম মর্যাদাবান, মহিমান্বিত।

২৫৭। ধর্মের বিষয়ে কোন প্রকার বল প্রয়োগ (করিবার বিধি) নাই, (কারণ) হেদায়ত ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং (জানিয়া লও) যে ব্যক্তি নেকির পথে বাধাদানকারীকে (স্বেচ্ছায়) মানিতে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, সে নিশ্চয়ই এমন এক সুদৃঢ় নির্ভরযোগ্য হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা (কখনও) ভাঙ্গিবার নহে; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৫৮। আল্লাহ্‌ ঐ সকল লোকের বন্ধু, যাহারা ঈমান আনে, তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার-রাশি হইতে বাহির করিয়া আলোকের মধ্যে আনায়ন করেন এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের বন্ধু ঐ সকল লোক, যাহারা নেকীর পথে বাধা দান করে, তাহারা তাহাদিগকে আলোক হইতে বাহির করিয়া অন্ধকাররাশির মধ্যে লইয়া যায়, এই সকল লোকই অগ্নির অধিবাসী, উহার মধ্যে তাহারা সুদীর্ঘকাল থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

এই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥ যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমী]
'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।' [ইলহাম]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

মুহাম্মদীয় উম্মৎ ও উম্মতী নবী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৯৪। হযরত হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে নবুয়ত কায়েম থাকিবে যত দিন আল্লাহ্তায়ালা চাহিবেন অতঃপর তিনি উহা উঠাইয়া নিবেন এবং নবুপতের ধারায় (দ্বিতীয় কুদরত রূপে) খিলাফতে রাশিদা (সত্যিকার খিলাফত) কায়েম হইবে। অতঃপর, আল্লাহ্তায়ালা যখন চাহিবেন, তখন উহাওউঠাইয়া লইবেন। তারপর, তাঁহার তকদীর (নিয়তি) অনুযায়ী অদূরদর্শী বাদশাহত চলিবে। মানুষ তাহাতে বীতশ্রদ্ধ হইবে এবং সংকোচ বোধ করিবে। যখন এই রাজত্বকাল অবসান হইবে, তখন তাঁহার অন্য তকদীর (নিয়তি) মুতাবিক অত্যাচার-অবিচার-নিগ্রহ-পূর্ণ জালিম রাষ্ট্র কায়েম হইবে। এমন কি যে, আল্লাহ্তায়ালার দয়ায় উদ্রেক হইবে এবং এই জুলুম নির্যাতন কালের অবসান হইবে। অতঃপর পুনরায় খিলাফত আলা-মিনহাজিন নাবুওয়াত' [নবুওয়াতের পথে চালিত খিলাফত] প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহা বলার পর তিনি নীরব হইয়া যান।"

[মুসনাদে আহমদ হাম্বল, মিশকাত, বাবুল ইনযার ওততাহ্যীর, পৃঃ ৪৬১]

৪৯৫। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শীর্ষভাগে এরূপ মুজাদ্দিদ পাঠাইবেন, যিনি এই উম্মতের ধর্মের সংস্কার সাধন করিবেন। অর্থাৎ, উম্মতে যে বিকার সৃষ্টি হইবে, তাহার সংশোধন করিবেন এবং ধর্মানুরাগ ও ধর্মার্থ কুরবানীর উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিবেন।" *

['আবু দাউদ ; 'কেতাবুল-মালাহিম ; ৫৮৯ পৃঃ]

['হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ

—এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

খলিফা, মুজাদ্দিদ ও নবী আগমন প্রসঙ্গে ঃ

* উপরোক্ত হাদিসদ্বয় অনুযায়ী হযরত রসুল করীম (আঃ)-এর অব্যবহিত পর 'নবুওতের ধারায় খেলাফত' অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদা কায়েম হয়, যাহা আর একটি হাদীস অনুযায়ী উহার জন্য প্রথমপর্যায়ে নির্ধারিত স্থিতিকাল ত্রিশ বৎসর ব্যাপী স্থায়ী থাকে। তারপর উহার অবর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে পার্থিব রাজত্ব প্রতিষ্ঠার যুগে দ্বিতীয় হাদীস অনুযায়ী তেরশত বৎসর ব্যাপী প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদগণ দ্বীনে-ইসলামকে গ্লানি-মুক্ত ও সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক আবির্ভূত হইতে থাকেন। সেই যুগের পরেই অর্থাৎ আখেরী জামানায় "সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওতে" অনুযায়ী 'নবুওতের ধারায় খেলাফত' পূর্বের ন্যায় পুনরায় কায়েম হওয়া

নির্ধারিত ছিল। ইহার সম্বন্ধে হাদিসবিদগণ একমত যে, 'যালিকা ইনদা নযুলেল মসীহে ও খরুজিল মাহদীয়ে' (মেশকাত মুজতবাই বাইনাস সতুর) অর্থাৎ 'উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে আখেরী জামানায় এই উম্মতে মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময়ে।'

এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি এই উম্মতের মধ্যকার হইবেন (ওয়া ইমামুকুম মিনকুম—ফা আম্মাকুম মিনকুম)। কোথাও ইহা বলা হয় নাই যে তিনি বণী ইস্রাইল হইতে আসিবেন। বরং বোখারী শরীফে বণি ইস্রায়িলে আবির্ভূত ঈসা মসীহ (আঃ)-এর আকার-আকৃতি দাজ্জালকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে এই উম্মতে আখেরী জামানায় আগমনকারী মসীহে মওউদ সম্বন্ধে বর্ণিত আকার-আকৃতি হইতে ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়া উভয়ে পৃথক সত্তাধারী এবং দুই জন ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার মুসলিম শরীফে আবুনুয়াস (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে এই উম্মতে আগমনকারী ঈসা মসীহকে 'নবীউল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তেমনি বোখারী শরীফে ও আবু দাউদে বর্ণিত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং ঈসা মসীহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী যুগে কোন নবী হইবেন না বলিয়া আগমনকারী ঈসা মসীহকে নবী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই উম্মতে আগমনকারী মসীহে মওউদ একদিকে যেমন উম্মতী হইবেন তেমনি আর এক দিকে তিনি নবী হইবেন। সুতরাং এই উম্মতে আগমনকারী মসীহে মওউদ সম্বন্ধে এই যুগের এক বিশেষ শ্রেণীর উলেমা ব্যতীত সর্বকালীন সর্বমান্য উলেমা ও বুজুর্গানে-উম্মতের এজ্‌মা বা সর্বাদিসম্মত আকীদা হইল এই যে মসীহে মওউদ উম্মতী নবী হইবেন অর্থাৎ তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর কামেল পায়রবীকারী ও কুরআনের অধীন নবী হইবেন। এপ্রসঙ্গে হাদিস শরীফ সংক্রান্ত আলোচ্য অধ্যায়ে অন্যান্য হাদীসের টীকায় 'আহমদী-এর বিগত সংখ্যাগুলিতে বুজুর্গানে-উম্মতের বাহু উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, যেগুলিতে খোলাখুলিভাবে বলা হইয়াছে যে, হযরত খাতামান্নবীয়ান (সাঃ)-এর পর এরূপ নবী অবশ্যই আসিতে পারিবে না যিনি তাঁহার উম্মত নহেন অথবা যিনি তাঁহার আনীত শরীয়ত কুরআন করীমকে রহিত করিবেন অথবা উহাতে কোনরূপ রদবদল করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর কল্যাণপ্রাপ্ত উম্মতী নবীর আগমন কোন আক্রোশের বিষয় নয় বরং এরূপ নবীর এই উম্মতে আগমন হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এরই শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ। এবং উম্মতি নবী হিসাবে মসীহ মওউদের আগমনেই 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত' পুনরায় কায়েম হইবে বলিয়া আলোচ্য প্রথম হাদিসটিতে বর্ণিত হইয়াছে। এবং সেই খেলাফত অনাগত ভবিষ্যতেও ক্রমাগত কায়েম থাকিবে বলিয়া হাদিসটির শেষদিকে বর্ণিত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিরবতার দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাও স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওত' কায়েম থাকা অবস্থায় পৃথকভাবে পূর্বের ন্যায় প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে আর মুজাদ্দিদ আসিবেন না।

বস্তুতঃ সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর সিরোভাগে ইসলামের চরম অধঃপতনের যুগে ইসলামকে রূহানীভাবে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর দ্বারা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসাবে হযরত মীর্যা গোলাম

আহমদ (আঃ) জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই উম্মতেরই একজন কামেল উম্মতি হিসাবে হযরত খাতামান্নবীয়ীন (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী ও রসুলের প্রেমে আত্মবিলীনতার দ্বারা তাঁহারই পূর্ণ ফয়যান ও কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই বুরুজ তথা পূর্ণ আত্মিক রূপ ও প্রতিচ্ছবি, অন্য কথায় 'উম্মতি নবী' হইয়া আসিয়াছেন এবং উক্ত ধারায় তাঁহার আগমনে সুরা জুম্‌য়ায় বর্ণিত "ওয়া আখেরীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত অনুযায়ী রসুলে করীম (সাঃ)-এর পুনঃ আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রসুলে করীম (সাঃ) ধরাপৃষ্ঠে পুণরায় ঈমান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার্থে তাঁহারই বরুজ (আত্মিক প্রকাশ) হিসাবে আগমনকারী পারশ্যবংশভূত 'রজুলুন' (এক ব্যক্তি), আবার অপর বর্ণনায় 'রেজালুন' (বহু ব্যক্তি) নির্দেশ করিয়াছেন। হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) উল্লেখিত অন্যতম পারশ্য বংশীয় 'রজুলুন' তথা মহাপুরুষ। প্রকৃতপক্ষে উক্ত মহাপুরুষকেই হাদীসে ইমাম মাহদী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আবার ইমাম মাহদী ও ঈসা ইবনে মরিয়াম একই ব্যক্তি হইবেন বলিয়া ইবনে মাজা ও মুসনাদ ইমাম হাম্বলে দ্ব্যর্থহীনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের বুরুজ (পূর্ণ আত্মিক রূপ) হিসাবে মসীহ মওউদ, এবং রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ পায়রবীর পর তাঁহার ফয়যান ও কল্যাণ-প্রবাহের ফলশ্রুতিতে তাঁহার বুরুজ পূর্ণ আত্মিকরূপ হিসাবে ইমাম মাহদী বলিয়া দাবী পেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত 'এক গলতি কা ইযালা' পুস্তিকায় সারদারে দু আলম হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ ও পরিণত চিরস্থায়ী ফয়যান বা কল্যাণ-ধারার ফলশ্রুতিতে স্বীয় কামেল উম্মতিগণের মাধ্যমে বরুজী রঙে তাঁহার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য সহ তাঁহার নবুওতকেও প্রকাশ করার অদ্বিতীয় ও অনন্য মর্যাদার কথা বর্ণনা করিয়া বলেন :

"হজরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমন করিলে, খাতামান্নবীয়ীনের মোহর না ভাঙ্গিয়া তিনি কি ভাবে পৃথিবীতে আসিবেন ? সুতরাং খাতামান্নবীয়ীন শব্দ এক ঐশী মোহর, যাহা আঁ-হযরত (সাঃ) -এর নবুওতের উপর সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার পর এই মোহর ভাঙ্গিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে ইহা সম্ভব যে আঁ-হযরত (সাঃ) একবার নহে, পরন্তু হাজার বার পৃথিবীতে বুরুজী রঙে অবতীর্ণ হইতে পারেন এবং বুরুজী রঙে সকল গুণাগুণসহ আপন নবুওতকেও প্রকাশ করিতে পারেন। এই বুরুজ খোদাতায়ালার তরফ হইতে এক নির্ধারিত পদবী ছিল। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবিহিম।"

নবীগণের আপন বুরুজের প্রতি আক্রোশ থাকে না। কারণ তাঁহারা তাহাদিগের ছবি ও নকশা হইয়া থাকে। কিন্তু অপরের জন্য নিশ্চয়ই ইহা আক্রোশের কারণ হয়।"

['এক গলতি কা ইযালা' (বাংলা সংস্করণ) পৃঃ ১৮]

তিনি আরও বলিয়াছেন :

"আমার এই দাবী নয় যে, মসীলে-মসীহ হওয়া একমাত্র আমাতেই শেষ হইয়া গিয়াছে বরং আমার মতে ইহা সম্ভবপর যে, অনাগত ভবিষ্যৎকালে আমার ন্যায় দশ হাজার সমীলে-মসীহ আগমন করেন। অবশ্য এই জামানার জন্য আমিই মসীলে-মসীহ, অন্য কাহারও প্রতীক্ষা বৃথা।"

(ইযালা-এ-আওহাম, পৃঃ ৮৩)

"মুস্তাকিল (স্বাধীন-স্বতন্ত্র) নবুওত কিয়ামতকাল পর্যন্ত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দ্বারা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু জিল্লি নবুওত—যাহার অর্থ একমাত্র মোহম্মদী ফয়েজ ও কল্যাণ-প্রবাহের ফলশ্রুতিতে ওহি লাভ করা—কিয়ামতকাল ব্যাপী জারী (অব্যাহত) থাকিবে, যাহাতে মানবজাতির আত্মিক পূর্ণতালাভের দ্বার রুদ্ধ না হয়।" (হাকীকাতুল ওহি' পৃঃ ২৮) ক্রমশঃ

—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

মোহাম্মদী নবুওত-মোহরের চিরপ্রবহমান জীবন্ত নিদর্শন

দুঃখের বিষয়, এই দুনিয়া যদিও ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান বিশেষ, তথাপি ইহার জন্য মানুষ বিভিন্ন চেষ্টা-প্রয়াসে এমন মত্ত হয় যেন সে এখান হইতে কখনও বিদায় লইবে না। মানুষ কত গাফিল ও অবুঝ! প্রকাশ্যভাবে সে দেখিতে পায় যে এখানে কেহ চিরকাল থাকে না তথাপি তাহার চক্ষু খুলে না। হায়, যাহারা বড় বলিয়া কথিত, তাহারা এ বিষয়টির দিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করিতে পারিলে কতই না ভাল হইত! দুনিয়ার অবস্থা অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে, যাহা হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রকেই উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে। কতক লোক তো খোলা-খুলিভাবে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত, এবং তাহাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দুনিয়াকেই বিলীন এবং ঐ পর্যন্তই সীমিত। কিন্তু কতক এমন লোকও দেখা যায়, যাহারা প্রকৃতপক্ষে তো এ দুনিয়ার জন্যই লালায়িত কিন্তু বাহ্যতঃ তাহারা ইহাকে দ্বীনদারী বা ধার্মীকতার চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখে। সেই চাদর সরাইলেই তাহাদের সেই পূতি-দুর্গন্ধময় প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়। উক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রথোমক্ত শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক এবং ক্ষতিকর। সাধারণ মানুষ এই সকল দ্বীনদার (দ্বীনদারীর আবরণ পরিহিত) লোকদিগের অবস্থা দেখিয়া নাস্তিকে পরিণত হয়। এজন্য যে, ইহাদের আমল বা কার্য্যকলাপ ইহাদের কথার সহিত সম্বন্ধ বিহীন হইয়া থাকে। শ্রোতাগণ তাহাদের কথা শ্রবণ করার পর যখন তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহাদের ঈমান একেবারেই উঠিয়া যায় এবং তাহারা প্রকান্তরে নাস্তিকে পরিণত হয়।

আমি দেখিতেছি যে, এই জামানার (বিশেষতঃ) প্রায় সকল আলেমের এই অবস্থাই ঘটিয়া চলিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ "লেমা তাকুলুনা মালা তাফয়ালুন' ('কেন তাহা বল, যাহা তোমরা কর না"·····) আয়াতের প্রতীক রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে। কুরআন শরীফের উপর শুধু মৌখিক ঈমান রহিয়া গিয়াছে। অন্যথায় কুরআন শরীফের অনুশাসন হইতে মানুষ সম্পূর্ণ সরিয়া গিয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এরূপ এক সময় আসিবে যখন কুরআন শরীফ আকাশে উঠিয়া যাইবে। আমি নিশ্চিত জানি যে, এখন সে সময়টিই আসিয়াছে। যে সত্যিকার পবিত্রতা ও তকওয়া (খোদাভীরুতা) কুরআন অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠানে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আজ উহা কোথায়? এরূপ অবস্থার যদি উদ্ভব না ঘটিয়া থাকিত, তাহা হইলে খোদাতায়াল এই সেলসেলা কেন বা কায়েম করিতেন? আমাদের বিরুদ্ধ-

বাদীগণ এ কথাটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা অচিরেই দেখিতে পারিবেন যে, পরিশেষে আমাদের সত্যতা প্রকাশ্য দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। খোদা-তায়ালা নিজেই এরূপ এক জামাত তৈয়ার করিয়া চলিয়াছেন, যাহারা কুরআন করীম মানিয়া চলে। প্রত্যেক প্রকারের দ্বিত্ব ও সংমিশ্রন তাহাদের মধ্য হইতে বহিস্কার করিয়া দেওয়া হইবে এবং একটি খালেস, নিষ্কলুষ ও নিষ্ঠাবান জামাত সৃষ্টি করা হইবে। আর ইহাই সেই জামাত। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে তাকিদ করিতেছি যে তোমরা খোদাতায়ালার আহকামের পুরাপুরী অনুসারী হও এবং নিজেদের জীবনে এরূপ পরিবর্তন সৃষ্টি কর যাহা সাহাবা কেরাম নিজেদের জীবনে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন যেন না হয় যে, তোমাদিগকে দেখিয়া কাহারো পদস্খলন ঘটে। অবশ্য আমি ইহাও বলিতেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, সে যেন মিথ্যা ও মিথ্যাচারী সংঘ বা শিবির হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। সুতরাং আপনারা দেখুন এবং নবুওতের পদ্ধতি ও উহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের মাপ-কাঠিতে এই সংঘ ও সেলসেলাকে পরখ করুন। ইহা আমি জানি যে, খোদাতায়ালা যখন ফজল করেন এবং জমিনের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন যেখানে উপকারী ও ফায়েদাজনক তরুলতা ও চারা-গাছ উৎপন্ন হয় সেখানে উহাদের সঙ্গেই বিষাক্ত আগাছাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখন খোদা-তায়ালার কালাম ও বাক্যধারা অবতীর্ণ হইতেছে এবং আসমানের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত রহিয়াছে। যেহেতু একটি সত্য ও হক্কানী সেলসেলা কায়েম হইয়াছে, সেইজন্য ইহাও জরুরী ছিল যে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা দাবীদার ও মিথ্যা রটনাকারীদেরও উদ্ভব ঘটিত, যাহারা অধিকাংশ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিত। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য খোদাতায়ালার নিকট উত্তম কর্ষণ ও ফলনের লক্ষ্যে দোওয়া করা এবং দোওয়ায় নিমগ্ন থাকা। আমাদের সেলসেলার ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের সুস্পষ্ট উক্তি ও নির্দেশমালার উপর স্থাপিত। তারপর এই সেলসেলার সমর্থন ও সত্যা-য়নের জন্য আল্লাহতায়ালা ভৌতিক ও নৈশর্গিক নিদর্শনাবলী এ ং অলৌকিক ক্রিয়াসমূহের একটি 'খাতাম' (মোহর) আমাদিগকে দান করিয়াছেন। উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, যিনি খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আসেন তাহাকে একটি মোহর দান করা হয়। এবং সেই মোহরটি হইল মোহাম্মদী মোহর। উহার ফয়জান বা কল্যাণ-ধারার ফলশ্রুতি স্বরূপ)। উহার কার্যকারিতা ও প্রতিফলনকে অদূরদর্শী বিরুদ্ধবাদীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস ও দাবীর সহিত বলিতেছি যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে নবুওতের সকল গুণ ও বৈশিষ্টের পূর্ণত্ব সাধিত হইয়াছে। সেই ব্যক্তি মিথ্যাচারী, যে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কোন সেলসেলা কায়েম করে এবং তাঁহার নবুওত হইতে পৃথক হইয়া কোনও সত্য পেশ করে এবং তাঁহার নবুওতের উৎসকে পরিত্যাগ করে। আমি খুলিয়া বলিতেছি যে, অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি যে আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ)-কে বাদ দিয়া তাঁহার পরে অপর কাহাকেও নবী বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাঁহার 'খতমে নবুওত'কে ভঙ্গ করে। সেইজন্যই এরূপ নবী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে

আসিতে পারে না, যাহার নিকট 'নবুওতে মুহাম্মদী'র মোহর (উহার ক্রিয়াশীলতা ও সত্যায়ন) না থাকে। আমাদের বিরুদ্ধ মতাদর্শী মুসলমানগণ এই ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা 'খতমে নবুওতে'র মোহর ভঙ্গ করিয়া ইস্রাইলী নবীকে আকাশ হইতে নামাইতে চান। এবং আমি বলি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র করণ শক্তি ও কল্যাণ প্রবাহ এবং তাহারই আদি ও চিরস্থায়ী নবুওতের এক সামান্য ক্রিয়া ও লীলাখেলা হইল এই যে, তের শত বৎসর পরও তাঁহারই তরবিয়ত ও তালীম (আত্মিক লালন ও শিক্ষা)-এর ফলশ্রুতিতে এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ সেই নবুওতেরই মোহর লইয়া তাঁহার উম্মতে আসিয়াছেন। যদি এই আকীদা কুফর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এই কুফরকে শ্রেয় জ্ঞান করি। কিন্তু যাহাদিগের বিবেক-বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদিগকে সেই মোহাম্মদী নবুওতের আলো হইতে অংশ দেওয়া হয় নাই—এই (ইসলামী) তত্ত্বটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং ইহাকে কুফর বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অথচ ইহা সেই বিষয়, যদ্বারা আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁহার জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোট কথা, আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট সত্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্তায়ালা নবুওতের মোহর দান করিয়া থাকেন। এবং তাহা হইল জামিনী ও আসমানী নিদর্শনাবলী, যেগুলি তাহার সমর্থন ও সত্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা খোদাতায়ালার ফজল ও বিশেষ কৃপা যে, তিনি আমার সমর্থন ও সত্যায়নে দুই একটি নয় বরং লক্ষ-লক্ষ নিদর্শন দেখাইয়াছেন। প্রত্যক্ষকারীও চাই।"

(ক্রমশঃ)

(মলফুজাত ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১-৪৩)

অনুবাদ : মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

বিগত ৩রা এপ্রিল ১৯৮১ইং চট্টগ্রামের জনাব বদরুদ্দিন সাহেবের ২য় কন্যা রেশমা খানমের সহিত খালিশপুর (খুলনা) নিবাসী জনাব আশরাফউদ্দিন সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র জনাব আহসান হাবীবের শুভ বিবাহ ১০,০০০ টাকা দেনমোহর ধার্যে চট্টগ্রাম আহমদীয়া মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিবাহ বাবরকত ও দাম্পত্য জীবন সুখের হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর

[২০শে মার্চ, ১৯৮১ইং তারিখে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

যে ধ্বংসের দিকে তাহারা দ্রুত অগ্রসরমান মানবজাতিকে উহা হইতে বাঁচাইবার দায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যাস্ত করা হইয়াছে।

এই দায়িত্ব এত বিরাট এবং কঠিন যে. খোদাতায়ালার ফজল সহায়ক না হইলে আমরা ইহা সুষ্ঠু ও পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে পারি না।

আমরা কেবল আমাদের প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতিতেই রূহানী অত্যুচ্চ মার্গ সমূহে উপনীত হইতে পারিব না যেখানে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান।

দোওয়া করুন আল্লাহতায়ালা যেন শুধু আমাদের তুচ্ছ কর্ম ও আমলকেই কবুল না করেন, বরং সেই সকল আমলের সঙ্গে তাহার বিশেষ ফজল ও কৃপাও শামিল করিয়া দেন, যাহাতে আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সফল হইতে পারি।

তাশাহুদ ও তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

আমাদের ঈমান এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনার ফলশ্রুতিতে আমাদের উপর এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হইয়াছে যে, আমরা যেন বিশ্বজোড়া মানব জাতিকে সেই ধ্বংস হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হই যে ধ্বংসের দিকে মানুষ দ্রুত অগ্রসরমান। এই কাজ এত কঠিন ও এত বিরাট যে, আল্লাহ্তায়ালার ফজল যতক্ষণ পর্যন্ত সহায়ক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাধান করা যায় না।

খোদাতায়ালার রহমত হাসিলের জন্য কুরআন করীম আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করিয়াছে, উহার প্রথমাংশ হইল এই যে, মানুষ যেন তাহার সার্বিক স্বভাবজ ক্ষমতা ও বৃত্তিগুলির (বিকাশের) দিক দিয়া পবিত্র ও পরিশ্রুত হয়। কেননা আল্লাহ্তায়ালা পাক-পবিত্র। পবিত্রতাই তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহ্তায়ালা হইতে মানবকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায় যে সকল গোনাহ. সেগুলি যেন তাহার মধ্য দিয়া সংঘটিত না হয়। আর যদি সংঘটিত হয় তাহা হইলে সে যেন আল্লাহ্তায়ালার মাগফিরাত ও রহমত লাভ করিতে চেষ্টিত হয়। কুরআন করিম এরূপ পথ বাতাইয়া দিয়াছে যাহাতে গোনাহ ক্ষমা হইতে পারে কেননা যে ব্যক্তি কলুষ যুক্ত এবং অপবিত্র, সে আল্লাহ্তায়ালার রহমতের ওয়ারিশ হইতে পারে না।

কিন্তু ইহা তো হইল আমাদের জীবনের নেতিবাচক মৌলিক দিকটা। ইহার অপরাংশটি হইল এই যে, খোদাতায়ালার নির্দেশিত নীতি ও শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের কর্ম যেন এতই সুশোভিত ও সৌন্দর্যদীপ্ত হয় যে, সেই আল্লাহ্ যিনি—"নূরুস-সামাওয়াতে ওয়াল আরজে" (যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর দীপ্তি) তিনি যেন আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা ও আমাদিগকে পছন্দ করেন।

কুরআন করীম উহার উল্লিখিত শিক্ষার পারস্পরিকভাবে জড়িত অংশ দুইটির উপর নিম্ন বর্ণিত আয়াত দুইটিতে আলোকপাত করিয়াছেন।

সুরা শুরার ২৬ ও ২৭নং আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলেন:

"ওয়াল্লাযি ইয়াকবেলুত তৌবাতা আন ইবাদিহি ওয়া ইয়াফু আনিস সাইয়েয়াতে ওয়া ইয়ালামু মা ইয়াফয়ালুন ০ ওয়া ইয়াস্তাজীবুল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে ওয়া ইয়াযীদুহুম মিন ফাযলিহি ওয়াল কাফেরুনা লাহুম আযাবুন শদীদ ০ (সুরা শুরা, ২৬ ও ২৭ নং আয়াত)

এই আয়াত দুইটির প্রথমটিতে উল্লিখিত শিক্ষার প্রথমাংশ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার বান্দারা নিষ্পাপ নয়; অর্থাৎ তাহাদের ফিৎরাৎ বা প্রকৃতি ও স্বভাব সেইরূপ নয় যেরূপ প্রকৃতি ও স্বভাব ফেরেশতাদিগকে দেওয়া হইয়াছে—'ইফ্আলুনা মা ইউমারুন' (সুরা তাহরীম: ৭ আয়াত) – যে আদেশেই তাহাদিগকে দান করা হয় তাহাই তাহারা পালন করে। তাহাদের মধ্য দিয়া ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয় না। বরং মানুষ পাপে লিপ্ত হইয়া যায়। মানব প্রকৃতি এরূপেই গঠিত যে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য (পাপ-পুণ্য) উভয় পথ খুলিয়া দিয়াছেন (উভয় দিক তাহার জন্য উন্মুক্ত)। কিন্তু আল্লাহর (নেক বান্দা) ভুল করিবার পর তৌবা ও অনুসূচনার পথ অবলম্বন করে এবং যখন সে খোদাতায়ালার সামনে ঝুঁকিয়া নিজের গোনাহ সমূহ স্বীকার করতঃ তাহার মাগফিরাত (ক্ষমা) প্রার্থনা করে এবং আপন খোদার নিকট নিবেদন জানায় যে, "আমি গোনাহ করিয়া বসিয়াছি। হে আমার রব, তুমি ছাড়া আমাকে কেহ পবিত্র করিতে পারে না। (প্রসঙ্গতঃ কুরআন করীমের আর একটি শিক্ষার দিকে ইঙ্গিত দিতেছি। আর তাহা হইল আত্মশুদ্ধি দান করা আল্লাহ্তায়ালার কাজ)। সুতরাং তুমি আমার পাপ মোচন কর।" "ওয়া ইয়াফু আনিস সাইয়েয়াত"। পাপের একাংশ তিনি এইভাবে ক্ষমা করিয়া থাকেন কিন্তু যে সব পাপ, অনিষ্ট ও ভুল-ত্রুটি মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়, সেগুলিকে কুরআনী শিক্ষা অনুযায়ী দুই প্রকারে দূর করা যায়। একটি পদ্ধতি হইল – – "ইন্নাল হাসানাতে ইউযহেবনাস সাইয়েয়াত" (সুরা হুদ: ১১৫ আয়াত)। যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তাহা হইলে সমস্ত পাপই মোচন হইয়া যায় কিন্তু কে দাবী করতে পারে যে, তাহার নেকীর পাল্লা তাহার পাপ অপেক্ষা ভারি? সেইজন্য আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে তওফিক পাইয়া মানুষ যে সকল নেকী করে সেগুলি দ্বারা তাহার পাপের একাংশ মোচন হইয়া যায়। আর উহার অবশিষ্টাংশ আল্লাহ্তায়ালার দিকে কায়মনোবাক্যে মনোনিবেশ ও

ও তোওজ্জোর ফলশ্রুতিতে "ওয়া ইয়াফু আনেস সাইয়েয়াত"—অনুসারে আল্লাহ্‌তায়ালা সেই সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেন।

আল্লাহ্‌তারালা বলেন, "ওয়া ইয়ালামু মা তাফ্‌য়ালুন"—খোদাতায়ালা হইতে কোন কিছু গোপন করিয়া রাখা যায় না। সেইজন্য প্রতিটি কর্মে 'খুলুসে নিয়ত' (পবিত্র ও খাঁটি নিয়ত) থাকা জরুরী। মানুষ মানুষকে ধোকা দিতে পারে। মানুষ তাহার সৃষ্টিকর্তা রাব্বে করীমকে ধোকা দিতে পারে না।

আর (আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতকে লাভ করার উপায় সম্পর্কিত পদ্ধতির) দ্বিতীয় অংশটি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে এই যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তদনুযায়ী সময়োপযোগী সৎকর্ম (আমা'লে-সালেহা) পালন করিয়াছে, আর এইরূপ যাবতীয় রুহানী ও আখলাকী চেষ্টা প্রয়াসের পরও তাহারা মনে করিয়াছে এই যে তাহাদের চেষ্টা-প্রয়াস ও আমল যথেষ্ট নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমত তাহাদের আমলের সহিত সংযুক্ত হয়। এবং (এইরূপ মনে করিয়া) তাহারা দোওয়া করিয়াছে যে, "হে আল্লাহ্‌! আমাদের আমল সমূহে সহস্র সহস্র কীট (ত্রুটি) রহিয়াছে, তুমি সেই কীটগুলিকে বিনাশ কর, আমাদের কর্ম ও নেকী সমূহে আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুর্বলতা রহিয়াছে, তুমি এরূপ কিছু (ব্যবস্থা) কর যাহাতে আমাদের আমল সমূহ তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য ও মকবুল হয়। তবেই কিনা তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন।—'ইয়াসতাজীবু')। তাহারা দোওয়া করে; শুধু ঈমান ও সৎকর্মকেই যথেষ্ট মনে করে না বরং তাহারা দোওয়াও করে এবং দোওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সহী আমল সমূহ এবং তাহাদের সহী আকিদা সমূহ কবুল করিয়া নেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, ঐ পর্যন্তই যথেষ্ট নয় সেই মোকাম ও মর্যাদাকে লাভ করার জন্য, যে মোকাম ও মর্যাদায় আল্লাহ্‌তায়ালা মোমেনদিগকে পৌঁছাইতে চান অর্থাৎ মুসলমানকে আল্লাহ্‌তায়ালা রুহানী উন্নতি ও উচ্চমার্গ সমূহের সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাইতে চান। তাহার ঈমান পরিপক্ক ও আকীদা সমূহ সঠিক এবং সালেহ আমলে-সালেহ্‌ পালনে সচেষ্ট হওয়া সত্বেও যেহেতু এসব কিছুই যথেষ্ট নয়, সেজন্য সে দোওয়া করে, হে খোদা, আমার আকীদা সমূহে বা আমার বিচার-বুদ্ধিতে যদি ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে উহা উপেক্ষা করিও, আমল সমূহে দুর্বলতা থাকিলে মাগফিরাতের চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিও।" এই দোওয়া সে করে খোদাতায়ালার রহমতকে আকর্ষণ ও আহরণ করার জন্য। ফলে সে তাঁহার ফজল ও রহমতকে আহরণ করায় তাহার আমল ও প্রচেষ্টা কবুল হইয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, আমল কবুল হওয়া সত্বেও আরও কিছু অভাব বা কমি থাকিয়া যায়। "ওয়া ইয়াযীদুহুম মিন ফাজলিহি" —অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা সেই সকল গ্রহণযোগ্য আমল অপেক্ষা আরও কিছু অনুগ্রহ দান করেন। তখনই তাহার মকসুদ বা অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিল হয়। অর্থাৎ তাহার 'হাসানাত' (সৎকর্ম) যতগুলি 'সাইয়েয়াত' (পাপ সমূহ)-কে মোচন করিয়া দেয়, তদপেক্ষা অধিক কিছু তাহার 'সাইয়েয়াত' মোচনের জন্য প্রয়োজন। উহার জন্য আল্লাহ্‌

তায়ালা তাহার তৌবা কবুল করেন এবং যে পরিমাণ 'হাসানাত' তাহার 'সাইয়েয়াত'কে মোচন করিতে পারিয়াছিল উহার পরও যাহা অবশিষ্ট ছিল উহা তৌবার দ্বারা মোচন করা হয়। এতদ্বারা মানুষ ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম হয় এবং 'আমলে সালেহ' তথা সৎ-কর্মসমূহ পালনে সক্ষম হয়। আবার সে বিনীতভাবে দোওয়া করিতে থাকে, হে খোদা, আমার তদবীর বা প্রচেষ্টা তোমার সমক্ষে শীশুবৎ মাত্র, তোমার মহিমা ও মাহাত্মের মোকাবিলায় এ সকল আমল কোন অস্তিত্বই রাখে না, সেগুলি নিতান্ত তুচ্ছ। সেজন্য তুমি তোমার ফজল ও অনুগ্রহ দ্বারা সেগুলিকে কবুল কর।' এতদ্বারা সে খোদাতায়ালার রহমত ও ফজলকে আকর্ষণ করে এবং খোদাতায়ালা তাঁহার ঐরূপ মুমেন বান্দাকে পাক ও পবিত্র করেন ও তাহার আমল সমূহ কবুল করেন। কিন্তু আয়াতের এই স্থলে (অর্থাৎ-"ওয়া ইয়াযীদুহুম মিন ফাজালিহি" -এর মধ্যে) এই দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে তাহার দায়িত্বাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এতদ্ব্যতীত তাহার আরও কিছু আবশ্যক রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অসীম ফজলের দ্বারা উহা তাহাকে দান করেন। অর্থাৎ বান্দা যাহাতে তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনে সফলকাম হইতে পারে তজ্জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার যে ফজল ও কৃপা তাহার প্রাপ্য তাহা তিনি তাহাকে প্রদান করেন।

"অয়াল কাফেরুনা লাহুম আযাবুন শদীদ"—"কিন্তু অস্বীকারকারীদিগকে তাহাদের কর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌ শাস্তি দিবেন। যৎসামান্য অতিরিক্ত শাস্তিও তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

(অসমাপ্ত)

(আলফজল : ৫ই এপ্রিল ১৯৮১ ইং প্রকাশিত)

অনুবাদ :- মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

শুভ বিবাহ

বিগত ১০ই মে ১৯৮১ইং বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশনের পরে পরে মাগরিব ও এশার নামাজান্তে নিম্নলিখিত তিনটি বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

১। আহমদনগর (দিনাজপুর) নিবাসী মৌঃ নেজাতুল্লাহ (মুয়াল্লেম) সাহেবের পুত্র জনাব গোলাম আহমদের বিবাহ শালগাঁও (কুমিল্লা) নিবাসী মাষ্টার আবদুল আজিজ মরহুমের কন্যা মোসাম্মৎ সুফিয়া পারভীনের সহিত ৯০০০ টাকা দেনমোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

২। নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) নিবাসী জনাব আনসার আলী মরহুমের পুত্র জনাব সাহেব আলীর বিবাহ আহমদীপাড়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব মাহতাব উদ্দীন সাহেবের কন্যা মোসাঃ মঞ্জুরা বেগমের সহিত ১০,০০০ টাকা দেনমোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

৩। পিলখানা (ঢাকা) নিবাসী জনাব শের আলী সাহেবের বিবাহ আহমদনগর (দিনাজপুর) নিবাসী জনাব সৈয়দ আলী হাজীর কন্যা মোসাঃ নূরজাহান বেগমের সহিত ৩,০০০ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

উক্ত বিবাহ সমূহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সবিশেষ দোওয়া অনুরোধ জানান যাইতেছে।

সংবাদ ঃ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসা উদযাপিত

হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐশী সাহায্যে ইসলামের বিজয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

মহান আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অভূতপূর্ব সাফল্যের সহিত অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও পবিত্র পরিবেশে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসা ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে বিগত ৮, ৯ ও ১০ই মে ১৯৮১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্‌

দেশে ফসল তোলা ও চাষের মওসুম হওয়া সত্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় সহস্রাধিক মোমেন এই মহতী জলসায় যোগদান করেন।

প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ৮ই মে ১৯৮১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ বিকাল ২-৩০ মিনিটে মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের তেলাওয়াতে কালামে পাকের পর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের মর্মস্পর্শী উদ্বোধনী ভাষণ ও দোওয়ার মাধ্যমে। তারপর নযম পাঠ করেন জনাব মাহফারুল হক সাহেব এবং জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিল্লির আলী সাহেব জলসায় আগত মেহমানদের নিকট হুজুর আকদাস হুজরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর পবিত্র পয়গাম পাঠ করে শুনান ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

হুজুর (আইঃ) তারযোগে নিম্নরূপ পবিত্র বাণী প্রেরণ করেন : "জলসার জন্য নতুন তারিখের অনুমোদন দেওয়া গেল। আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে সাফল্য দান করুন এবং আপনাদের সাথী ও সহায় হউন (আমীন)।"

তিনদিন ব্যাপী এই জলসায় চারটি অধিবেশন হয়। পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক প্রথম অধিবেশনে পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য, জামাতে আহমদীয়ার আকায়েদ (ধর্মীয় বিশ্বাস), নজুলে মসীহ (আঃ) এবং কোরআন ও বিজ্ঞানের যুগপৎ শিক্ষার মহা পরিকল্পনার উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব মকবুল আহমদ খান (আমীর, ঢাকা আঃ আঃ), মৌঃ আলী কাশেম খান চৌধুরী (সেক্রেটারী এসলাহ্‌ ও এরশাদ, বাঃ আঃ আঃ), মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ (অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী) এবং জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ)। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌঃ গোলাম আহমদ খান সাহেব।

শনিবার ৯ই মে ১৯৮১ তারিখে বিকাল ২-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় অধিবেশন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর আলহাজ্ব ডাঃ

আবদুস সামাদ খান চৌধুরী এবং কুরআন পাক থেকে তেলাওয়াত করেন মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী। নযম পাঠ করেন জনাব নূরুল হক। এ অধিবেশনে নেজামে ওসিয়ত - নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, 'ফয়জানে মোহাম্মদী নবুওত', সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এবং হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও জাগতিক মহা পরিবর্তন এ চারটি বিষয়ের উপর তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা রাখেন যথাক্রমে জনাব মোঃ খলিলুর রহমান (সেক্রেটারী তালীম, বাঃ আঃ আঃ), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), জনাব গোলাম আহমদ খান (প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জাঃ আঃ) ও জনাব ভিজির আলী সাহেব (জেনারেল সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ)।

এ অধিবেশনের পূর্বে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর তরফ থেকে বাংলাদেশের আনসার জেলা নাযেম, বিভাগীয় নাজেম ও কেন্দ্রীয় নাজেমগণের এক মনোজ্ঞ চাচক্র ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জনাব মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে। মোহতারম আমীর সাহেব খোদ্দামের অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন এবং কৃতি মজলিশ গুলির মধ্যে 'সানাদে দমতিয়াজ' বিতরণ করেন। তারপর তিনি আনসারের অধিবেশনে যোগদান করে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। ঐ দিন বা'দ মাগরেব মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী সাহেবানদের এক বিশেষ সম্মেলন। এতে নেজামের এতায়াত, জমাতের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ-শাদী ও আর্থিক অবস্থার উপর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও তত্ত্বসমৃদ্ধ বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মে হতরম জনাব আমীর সাহেব। এতে অন্যান্যদের মধ্যে জামাতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতা রাখেন আলহাজ্ব (ডাঃ) আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, জনাব ভিজির আলী সাহেব, জনাব শফীউর রহমান সাহেব, জনাব ওবায়দুর রহমান সাহেব, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী) ও খাকসার

জলসার তৃতীয়দিবসে তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ১০ই মে ১৯৮১ রোজ রবিবার সকাল ৮-৩০ টায়। এতে কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ মুনাওয়ার আলী সাহেব ও দুররে সমীন থেকে নযম পাঠ করেন ঘাটুরার (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ। এই অধিবেশনের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথা – 'কবুলিয়তে দোওয়া', এতায়াতে নেজাম, বিবাহের গুরুত্ব ও তদবিয়তে আওলাদ, 'আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী এবং আর্থিক কুরবানী ও ইসলাম প্রচারক সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব (ডাঃ) আবদুস সামাদ খান চৌধুরী (নায়েবে আমীর বাংলাদেশ আঃ আঃ), জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া (নাজমে আ'লা, বাঃ মঃ আঃ) মৌঃ ফারুক আহমদ, (সদর মুরুব্বী), মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক (সদর মুরুব্বী) ও খাকসার (এ, কে, রেজাউল করিম, সেক্রেটারী, ফাইনান্স)।

উলেখ্য যে, এবারকার জলসাগাহ অতি উত্তম ও মনোরম এবং সুন্দরভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও 'আলায়সাল্লাহো বেকাফেন আবদুহু' লিখিত ব্যানার ও হযরত মসীহ মাউদ আঃ)-এর এলহাম ও অমৃতবাণী রঙ্গিন কাপড় ও কাগজে ছেপে সাজানো হয়। সুদৃশ্য উঁচু সামিয়ানার নীচে জলসায় আগত মেহমানগণ পরম প্রশান্তিতে শ্রবণ করেন। খানা-পিনার ব্যাপারও ছিল অত্যন্ত নিয়মানুবর্তিতার পরিচায়ক। মেহমানগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের খানাপিনা সমাপন করে জলসাগাহে অবস্থান করেছেন।

রবিবার দুপুরে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় বাহিরের বৃষ্টির পানি জমে যায় জলসাগাহে। সে জন্য বৈকাল ৩-০০টা থেকে মসজিদের ভেতর দোতলায় জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু

হয়। এ অধিবেশনে মৌঃ মোঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব কুরআন তেলাওয়াত করেন ও নযম পাঠ করে শুনান মৌঃ হাবিবউল্লাহ। তারপর "মানবাধিকার ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), ইসলামী খেলাফত ও ইসলামের বিশ্ববিজয়, তৌহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ); এবং বিশ্ব মুসলিম ঐক্য এ চারটি বিষয়ের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, জনাব আমীর হোসেন (অধ্যাপক ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) আধ্যাপক শাহ মুস্তাকিজুর রহমান (সেক্রেটারী তালীফ ও তসনীফ বাঃ আঃ আঃ) এবং অধ্যক্ষ মোসলেহউদ্দিন খাদেম সাহেব। পরিশেষে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার মোহতরম জনাব আমীর সাহেব অত্যন্ত সারগর্ভ সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন ও এজতেমায়ী দোওয়া করে ৫৮তম সালনা জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও জলসার পরদিন ১১ই মে ১৯৮১ সকাল দশটায় জলসায় আগত মুরুব্বী, মোয়াল্লেমীন ও শিক্ষকগণের এক ঘরোয়া বৈঠকে মোহতরম জনাব আমীর সাহেব জমাত সমূহে কাজ করার নিয়ম পদ্ধতি ও কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান নসিহত ও হেদায়ত প্রদান করেন। এই ঘরোয়া বৈঠকে মৌঃ আলী কাশেম খান চৌধুরী সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ সাহেব ও সেক্রেটারী ফাইনান্স (খাকসার) নিজ নিজ বিভাগের কাজ সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য যে এবার আল্লাহ্‌র ফজলে চট্টগ্রাম থেকে চারজন খোদ্দাম এবং কুমিল্লা থেকে দুইজন খোদ্দাম ঢাকা পর্যন্ত সাইকেল যোগে সফর করে জলসায় যোগদান করেন। আশা করি হুজুর (আইঃ)-এর তাহরীক অনুযায়ী ইহা অন্যান্য খোদ্দাম ভাইদের অনুপ্রেরণার কারণ হবে। উল্লেখিত কৃতি খোদ্দামদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

চট্টগ্রাম মজলিশ থেকে :

১। জনাব আতাউর রহমান (আমীর কাফেলা) ২। আনিস আহমদ ৩। নজরুল ইসলাম ৪। আশেক উল্যাহ

কুমিল্লা থেকে :

১। জনাব আবুল কাশেম (আমীরে কাফেলা) ২। তানভিরুল হক

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এবার জলসায় তিনজন নূতন ভাই বয়েত গ্রহণ করে সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হন। এবং তিনটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিশেষ রহমতের নিদর্শন স্বরূপ ইহাও লক্ষ্য করা গেছে যে জলসার দিনগুলিনে দুইদিন প্রবল বৃষ্টি হইলেও অধিবেশনের সময়ে মওসুম সম্পূর্ণ ভাল থাকে। এবং জলসার সব কাজ সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ্‌তায়ালা রাব্বুল আলামীন তাঁর অশেষ ফজল রহম ও করম দিয়ে বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার ৫৮তম সালানা জলসাকে সফর করে এক ঐশী নিদর্শন দেখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে জলসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের সবাইকে অফুরন্ত জাযা দিন।

—এ, কে, রেজাউল করিম।
সেক্রেটারী জলসা কমিটি।

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জমায়াতের সামনে দোয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহাস্পতিবারের কোন একদিন জামাতের সকলে নফল রোযা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাজের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামাজ পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুমা সল্লি আলা মুহাম্মদিউঁ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, আল্লাহ্ পবিত্র ও নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামাবিউঁ ওয়া আতাবু ইলাইহি" অর্থাৎ আমি আমার রব আল্লাহ্র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩বার

(গ) 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবেলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুমা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবেলায় রাখিতেছি (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্যনির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু ইয়া আজিজু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাজনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহমনা" অর্থাৎ, "হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমাশীল হে বন্ধু, হে রব, প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত, সেবক ; সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমর ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ -এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮ -৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor